ভুয়া প্রজাতন্ত্র বিরোধী গণমোর্চা গড়ে তুলুন

ভুয়া প্রজাতন্ত্রের স্বরূপ

কংগ্রেসী রাষ্ট্রের সংবিধান প্রবর্তনের দিন হিসেবে ২৬শে জানুয়ারীকে প্রজাতন্ত্রী দিবস হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ তাঁদের শ্রেণীস্বার্থ এবং ঐতিহাসিক ভূমিকার দিক থেকে এই প্রজাতন্ত্রের প্রসংশায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠবেন—তাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু জনতাকে যদি এই প্রজাতন্ত্রের স্বরূপ অনুধাবন করতে হয়, যদি ঠিক ঠিক একে বিশ্লেষণ করতে হয় তাহলে এই প্রজাতন্ত্রের চরিত্র এবং এই প্রজাতন্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ যে সংবিধান প্রবর্ত্তিত হয়েছে তাকে ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করতে হবে। বিচার করে দেখতে হবে কোন্ শ্রেণীর বিরুদ্ধে কোন্ শ্রেণীর স্বার্থে এই সংবিধান রচনা হয়েছে—কোন্ শ্রেণীর শাসন এবং শোষণ অক্ষুণ্ণ রাখতে সহায়তা করছে?

জনসাধারণ একথা ভুলতে পারেনি যে, যে সংবিধানকে ভিত্তি করে কংগ্রেসী সরকার প্রজাতন্ত্রের সাফাই গাইছে তা প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত গণপরিষদে তৈরী হয়নি—সেই পুরানো বৃটিশ শাসনের কলঙ্ক বহনকারী সংবিধানের মূল কাঠামোকে বজায় রেখে একটু আধটু সংশোধন করা হয়েছে মাত্র। তাই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ পর্দ্দার আড়ালে চলে গেলেও যে সংবিধান এখানে চালু করা হয়েছে তা দেশের ধনিক শ্রেণীর স্বার্থেরই সহায়ক হতে পারে মেহনতী মানুষের নয়। জনতার রাজনৈতিক জ্ঞানের অভাবের যত সুযোগ গ্রহনেরই চেষ্টা নেতারা করুন না কেন এ প্রশ্ন আজও জনতার মনে সাড়া দেয় যে কমনওয়েলথের বন্ধনে প্রজাতন্ত্রের স্বরূপ সত্যিই সত্যিই কি হতে পারে? একদিকে কমনওয়েলথের নাগপাশে আবদ্ধ হওয়া অন্যদিকে প্রজাতন্ত্রের ধাপ্পা সৃষ্টি করা একই সাথে চলতে পারে না।

ধনিক-রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র ভেঙ্গে ফেল

কংগ্রেসী নেতারা সংবিধানের যে সমস্ত দিকগুলো খুব প্রচার করে থাকেন তার মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির পবিত্রতা রক্ষা করার কথা অন্যতম। আর এই পবিত্রতার পথ বেয়েই চলেছে সীমাহীন শোষণ। যতদিন দেশের ধন সম্পদ, এবং উৎপাদন যন্ত্র ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে থাকে ততদিন মুনাফার উদ্দেশ্যেই উৎপাদন পরিচালিত হয়। আর এই মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর মুনাফা কোটী কোটী লোককে পথের ভিখারী করে দিচ্ছে। কংগ্রেসী সরকার ধনিক শ্রেণীর স্বাধীন ভাবে শোষণ করার পবিত্রতার ওপর হস্তক্ষেপ না করে অগনিত শোষিত জনসাধারণের ওপর পবিত্র শোষণের বোঝা চেপে রেখেছে। এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে বা সংবিধানের এই অধিকারের প্রশ্ন তুলে এখনও জমিদার গোষ্ঠী কংগ্রেসী সরকারের বহু ত্রুটিপূর্ণ জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের চেষ্টাতেও ব্যাঘাত হানছে। সংবিধানের এই ধারা কিন্তু মেহনতী মানুষের সম্পত্তি হরণের পথকে বন্ধ করতে পারেনি। তাই জনসাধারণকে শোষণ করার পথ সম্পূর্ণরূপে খোলা রেখে ব্যক্তিগত সম্পত্তির পবিত্রতা রক্ষা করার কথা মেহনতী মানুষের কাছে একটা ফাঁকা কথা মাত্র।

শুধু তাই নয়—এমনকি সংবিধানে কিছু কিছু ভাল কথা স্থান পেলেও কার্য্যক্ষেত্রে তার অন্যথা সর্ব্বত্রই ঘটছে। যে কোন মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করার কথা থাকা সত্ত্বেও একথা কারোও অজানা নেই যে বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক আইনের সাহায্যে বাস্তবে সকল রকম বিরোধী মত প্রকাশকেই জবরদস্তিমূলক-ভাবে বন্ধ করার এক বিরাট ইতিহাস রচনা করা হয়েছে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার নামে বিনা বিচারে আটক করার অবাধ সুযোগ, কথায় কথায় প্রেস, এবং প্ল্যাটফরমের ওপর বিধি নিষেধ জারী করা কংগ্রেসী সরকারের বহু বিঘোষিত সংবিধানকে প্রতিমুহূর্তে ব্যঙ্গ করেই চলেছে।

কংগ্রেসী রাষ্ট্রের যাতা কলে পিষ্ট সাধারণ মানুষ

এ হল ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের এক দিক। অন্যদিকে বিরাজ করছে—ক্রমবর্দ্ধমান বেকার সমস্যা, শিক্ষা, বাসস্থান, খাদ্য, বস্ত্র এবং বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দাবী দাওয়ার সমস্যা। কংগ্রেসী প্রজাতন্ত্রে পরিকল্পনার অভাব ঘটেনি কোনদিন কিন্তু তাতে সমস্যার সত্যিকারের সুরাহা হয়নি। এই প্রজাতন্ত্রে বেকার সমস্যার সমাধান তো হয়নি বরঞ্চ তা উত্তরোত্তর

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জ্জী এম,এল, এ

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র

২৬শে জানুয়ারী বিশেষ সংখ্যা | দাম : দুই পয়সা

অন্ধ্র রাজ্য নির্বাচন—

ভারতের প্রজাতন্ত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত

ভারতের প্রজাতন্ত্র এক অভিনব অধ্যায় রচনা করিয়াছে অন্ধ্র রাজ্যের বিধান সভা বাতিল করিয়া। ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণী নিজেদের শাসন যন্ত্রকে সঙ্কটের মুখে বাঁচাইবার জন্য সংবিধানগত যে ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালদের উপর অর্পণ করা আছে তাহার সদব্যবহার সম্প্রতি অন্ধ্র রাজ্য বিধান সভা বাতিল করার মধ্য দিয়া করিয়াছে। ইহা হইতে সাধারণ মানুষের বুঝিয়া লইতে বিন্দুমাত্র অসুবিধার কারণ নাই যে ধনিক-মালিক শ্রেণী যখনই 'গণতান্ত্রিক কায়দায়' শাসন যন্ত্রকে টিকাইয়া রাখিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা বোধ করিবে তখনই 'রাষ্ট্রপতি' বা 'রাজ্যপাল"দের শিখণ্ডি দাঁড় করাইয়া যবনিকার অন্তরাল হইতে আমলাতন্ত্র ও পুলিশীতন্ত্র নির্বীঘ্নে ধনিক শ্রেণীর শাসন পরিচালনার ভার সরাসরি বহন করিয়া চলিবে। বিধান-সভা মারফৎ বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিত কায়দায় শাসন চালাইবার ক্ষেত্রে ধনিক শ্রেণীর একটি দল স্থায়ী সরকার গঠন বা পরিচালনে অক্ষম হইলে হয় ধনিক শ্রেণীর অপর একটি দল বা অপর কয়েকটি দল মিলিয়া (কোয়ালিশন গভর্ণমেন্টের ক্ষেত্রে) সে ভার গ্রহণ করে। নির্বাচনের মারফৎ দেশের ধনিক শ্রেণীর শোষণ করার অধিকার অব্যাহত থাকিবে একথা বিচার করিয়াই ধনিক শ্রেণী নির্বাচনের আয়োজন করে। নিজেদের কবর খোঁড়ার উদ্দেশ্যে নির্বাচনের চ্যালেঞ্জ তারা জনতার সামনে কখনই উপস্থাপিত করে না। এই কথা, ভুলিয়া নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিলে তা সংস্কারবাদের ভাবধারাকেই প্রসারলাভে সহায়তা করিবে মাত্র।

কংগ্রেস, প্রজা পার্টি, কৃষি কর লোক পার্টির নির্বাচনী ঐক্য না মন্ত্রিত্বের বাঁটোয়ারা

অন্ধ্রে পুনরায় নির্বাচনের আহ্বান জানাইয়াছেন ভারতের ভুয়া প্রজাতন্ত্রের অধিপতি। ভারতের ধনিক-মালিক জমিদার মহাজনদের রাজনৈতিক প্রতিভূ কংগ্রেস অন্ধ্র রাজ্যে নিজেদের গণ সমর্থনের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া সমগোষ্ঠিয় অন্যান্য কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সহিত ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে। এদের নির্বাচনী ঐক্যের উদ্দেশ্যকে জনসাধারণ বুঝিয়া লইতে দেরী করে নাই। অন্ধ্রের জনসাধারণ ভাল করিয়াই জানে যে, কংগ্রেস আজ ছলে, বলে, কৌশলে যে ভাবেই হোক নির্ব্যচনী বৈতরণী পার হইতে চায়—উদ্দেশ্য জনসাধারণের উপর ধনিক রাষ্ট্রের শোষণ-যন্ত্রকে পাকা পোক্ত এবং অব্যাহত রাখা।

বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র ও কমিউনিষ্ট পার্টির 'গণতান্ত্রিক ঐক্য সরকার'

অন্যদিকে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি 'গণতান্ত্রিক ঐক্য সরকার' গঠনের যে নীতি প্রচার করিয়াছে সে সম্পর্কে গুটি

২৬শেজানুয়ারী ভুয়া প্রজাতন্ত্রবিরোধী সম্মিলিত জনসভা

ময়দানে ৩-৩০মিঃ দলে দলে যোগ দিন

গণদাবী

রেজিঃ সি-৩২৫৩

নিয়মতান্ত্রিকতার পথেনয় সমাজবিপ্লবের আঘাতে

ভারতীয় ভূয়া প্রজাতন্ত্রের সমাধি এবং শ্রমিক-কৃষক-জনগণের বৈপ্লবিক রাষ্ট্র গঠন করুন

কয়েক প্রসঙ্গ আলোচনা করা দরকার।

প্রথমতঃ বুর্জোয়া গঠনতন্ত্রের মূল কাঠামোকে বজায় রাখিয়া তথাকথিত 'গণতান্ত্রিক ঐক্য সরকার' প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার দ্বারা জনসাধারণের মৌলিক সমস্যাবলীর সমাধান কোন্ পথে করিবেন তাহা অব্যক্ত রাখার কারণ কি?

দ্বিতীয়তঃ অন্ধ্র রাজ্য বিধান সভার আগামী নির্বাচনে কমিউনিষ্ট পার্টি অন্ধ্রের ধণিক শ্রেণীর সহযোগিতা লইয়া, কোন কোন ক্ষেত্রে ধণিক-মালিক এবং জমিদারদের মধ্যে প্রভাব শালী ব্যক্তিদের (কামউনিষ্ট পার্টির সদস্য নয়) পার্টির টিকিটে নির্ব্বাচনে অবতীর্ণ করাইয়া এবং ধনিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মুক্তি সংগ্রামের প্রশ্নকে এড়াইয়া যাওয়ার মারফৎ বর্ত্তমান ভারতীয় প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রকেই পরোক্ষভাবে কায়েম রাখিতে সাহায্য করিবে না কি?

তৃতীয়তঃ বর্ত্তমান রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্রের কথা চাপিয়া গিয়া কংগ্রেসের পরিবর্ত্তে কমিউনিষ্ট পার্টির পাল্টা সরকার গঠণের উদ্যোগকে কমিউনিষ্ট পার্টির বর্ত্তমান নিয়মতান্ত্রিকতার নীতি সম্মত মন্ত্রত্বের গদি দখলের ক্ষমতার দ্বন্দ ছাড়া আর কোন্ বিশেষণে অভিসিক্ত করা যায়?

এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর কমিউনিষ্ট পার্টিকেই দিতে হইবে। কারণ 'গণতান্ত্রিক ঐক্য সরকার' গঠনের উদ্দেশ্যে জনসাধারণকে নির্বাচনে কমিউনিষ্ট পার্টিকে জয়ী করায় আহ্বান দিয়াই তারা কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। 'গণতান্ত্রিক ঐক্য সরকার' (যুক্তির খাতিরে ধরিয়া লইলেও) প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার বিরুদ্ধে ধনিক রাষ্ট্রের আঘাতের সময় তাহাকে রক্ষা করিবে কি বর্ত্তমানের আমলাতন্ত্র না পুলিশ-মিলিটারী বাহিনী? জনসাধারণকে অসংগঠিত রাখিয়া, বিশেষ করিয়া বর্ত্তমান রাষ্ট্রের স্বরূপ সম্পর্কে জনগণকে অন্ধ রাখিয়া সরকার পাল্টাইবার রাজনৈতিক দাবা খেলায় ঘুটির কাজ সারা যায় কিন্তু সশস্ত্র বাহিনীর সামনে নিরস্ত্র অসংগঠিত এবং পথ নির্দ্দেশহীন জনসাধারণকে বার বার ফেলিয়া রাখিয়া নিজেদের কৃত কর্ম্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ এবং ভুল স্বীকৃতিতে জনসাধারণের মুক্তি সংগ্রাম অগ্রসরও হয় না এবং দেশের শোষিত মেহনতী জনসাধারণের দল বলিয়া জাহির করা শোভাও পায় না। এই বক্তব্য সমূহ নির্বাচনের ডামা ঢোলের মধ্যেও কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ কর্মিদের একবার ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

অন্ধ্রের কমিউনিষ্ট ইউনিট সেন্টারের সংগ্রামী অভিযান

অন্ধ্র রাজ্যের কমিউনিষ্ট পার্টির দেশীয় ধণিক শ্রেণীর সাথে মিতালী, ধণিক শ্রেণীর স্বার্থে শ্রমিক আন্দোলন খর্ব করা, পার্টির মধ্যে আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্বের প্রভাব, পার্টির উপদলীয় এবং সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থ প্রভৃতির বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিন 'আভ্যন্তরীণ সংগ্রামের' পর এগারটী জেলার নেতৃস্থানীয় সংগঠক ও কর্মীবৃন্দ ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি ত্যাগ করিয়া অন্ধ্রের ইউনাইটেড পিপলস মুভমেণ্টের ভিতরে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক, অর্থ-নৈতিক, রাজনৈতিক আন্দোলন পরি-চালনা করিতেছিলেন। সম্প্রতি ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের মতাদর্শ পর্য্যালোচনা করিয়া নীতি ও আদর্শের দিক হইতে এক মত হইয়া অন্ধ্রের কমিউনিষ্ট ইউনিটি সেন্টার গঠন করিয়া একযোগে কাজ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন (ভারতের সোস্যা-লিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ এবং অন্ধ্রের কমিউনিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের সম্পাদক কমরেড সি, ভি, কে, রাও গত ১৬।১২।৫৪ তারিখে কাকিনদ হইতে প্রচারিত যুক্ত ঘোষণা)।

অন্ধ্রের কমিউনিষ্ট ইউনিটি সেন্টার নির্ব্বাচনী ঘোষণায় দ্ব্যর্থহীনভাবে বলিয়াছে যে বর্ত্তমান ভারতের পুঁজি-বাদী রাষ্ট্র কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কংগ্রেস বা কমিউনিষ্ট পার্টি, যে কেহই সরকার গঠন করুক না কেন তাহাতে জনসাধারণের মৌলিক সমস্যাবলীর সমাধান সম্ভব নয়।

অন্ধ্র বিধান সভায় জনসাধারণের সত্যিকারের প্রতিনিধিদের আজিকার সংকট মুহূর্ত্তে সব চাইতে গুরুদায়িত্ব হইতেছে বর্ত্তমান ধনিক রাষ্ট্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন।

আগামী দিনে অন্ধ্রে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হইতে যাইতেছে তাদের প্রতিটি জনস্বার্থ বিরোধী কার্য্যকলাপ প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যেই কমিউনিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের প্রার্থীরা সংগ্রাম করিয়া যাইবেন।

অন্ধ্রের জনসাধারণের রাজ্যের মধ্যে ধনিক-জমিদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে অর্থ-নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রতিটি সংগ্রামের পুরোভাগে থাকিয়া জনসাধারণকে সচেতন, সংগঠিত, সংগ্রামশীল করিবার আন্দোলন এবং বিধান সভার আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম এক-যোগে চালাইয়া যাইবার সংকল্প লইয়া কমিউনিষ্ট ইউনিটি সেন্টার যে সমস্ত গণ সংগঠকদের প্রার্থী দাঁড় করাইয়াছে তাহাদের দু'একটি পরিচয় এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

গণ-আন্দোলনের সেরা সেরা সৈনিক সব প্রার্থী

অন্ধ্রের মেহনতী জনতার প্রিয় পাত্র, দীর্ঘদিনের গণ-আন্দোলনের সাথে যুক্ত, বহু চাষী এবং শ্রমিক আন্দোলনের নেতা মার্ক্সবাদী ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত এবং সত্যিকারের সক্রিয় শ্রমিক শ্রেণীর দল গঠনের জন্য সচেষ্ট কংগ্রেসী পুঁজি-বাদী রাষ্ট্রকে বিপ্লবের আঘাতে ধ্বংস করার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প সব সেরা সৈনিকগণ আজকের জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির আবর্ত্তে দিশাহারা হওয়ার পরিবর্ত্তে অন্ধ্রের জনসাধারণের সামনে সঠিক পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতেছেন কমিউনিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের প্রার্থীগণ। কমিউ-নিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের সংগঠকগণ সকলেই বহুদিন ধরিয়া ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে কাজ করিলেও এমন কি অন্ধ্রের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা এমন লোকও উক্ত দলের চিন্তাধারা, দলীয় সাংগঠনিক কাঠামো সমস্ত দিক হইতেই পেটিবুর্জোয়া চরিত্র দীর্ঘদিনের আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় বুঝিতে পারিয়া আজ নূতন করিয়া সাচ্চা শ্রমিক দল গঠনের মহান অথচ কঠিন ব্রত লইয়া অগ্রসর হইতেছেন। এদের মধ্যে অনেকেই বিগত বিধান সভার প্রতিনিধিও আছেন। এদের মধ্যে আছেন অন্ধ্রের গর্ব্বের বস্তু সি. ভি. কে রাও আছেন এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের শ্রমিক কৃষকের প্রিয়তম নেতা কোরাপতি পট্টভিরামাইয়া। এছাড়া সকলেই অন্ধ্রের গণআন্দোলনের নেতা ও সংগঠকদেরই প্রার্থী দাঁড় করাইয়াছে কমিউনিষ্ট ইউসিটি সেন্টার।

অন্ধ্রের জনসাধারণ এই সমস্ত প্রার্থীদের জয়যুক্ত করিয়া আর একবার প্রমাণ করিবে যে তাহারা কংগ্রেসী দুঃশাসনকে খতম করিতে চায় এবং গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের মিথ্যা ধাপপা সম্পর্কেও তাহারা সম্পূর্ণরূপে মোহমুক্ত। এদের জয় গণআন্দোলনের বিজয়ের পথকেই সূচনা করিবে। অন্ধ্রের জনসাধারণ একাজে পিছাইয়া থাকিবেন না এ বিশ্বাস আমরা রাখি।

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বৃদ্ধির পথে। চাষীর হাতে জমি বণ্টনের কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা হয়নি। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের একটা ক্ষীণ প্রচেষ্টা থাকলেও তার দ্বারা চাষীর ওপর ক্ষতিপূরণের বোঝাই চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ভাগচাষীদের বে-আইনী উচ্ছেদের নিদর্শন দৈনন্দিন ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সর্ব্বোপরি ক্ষেতমজুরদের ঘাড়ে নেমে এসেছে মজুরি ও কাজের অভাবের এক বিরাট সমস্যা।

অন্যদিকে শ্রমিক আন্দোলনে শুধু বিভেদ সৃষ্টি করেই সরকার ক্ষান্ত হয়নি প্রতিটি ক্ষেত্রে অগণতান্ত্রিক উপায়ে অকথ্য জুলুম এবং হামলা চালিয়ে শ্রমিকের আইনগত অধিকারকেও সরকার হরণ করে চলেছে। শ্রমিক স্বার্থ দলনের ক্ষেত্রে কংগ্রেসী প্রজাতন্ত্র বৃটিশ শাসনের কালিমাকেও ম্লান করে দিয়েছে।

ধনিক রাষ্ট্র ও সরকারকে উৎখাত করে সত্যিকার শ্রমিক-কৃষক-জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম কর

জনতাকে বুঝতে হবে যে শোষক শ্রেণীর শোষণকে টিকিয়ে রেখে—পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত যে কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থাতেই যে সংবিধানই রচনা করা হউক না কেন তা ধনিক শ্রেণীর একাধিপত্যকেই শক্তিশালী করবে এবং জনস্বার্থকে পদদলিত করতে বাধ্য। তাই ভারতীয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে যে তথাকথিত প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়েছে তার সাথে জনস্বার্থের বিন্দুমাত্র যোগাযোগ নেই এবং এই ভূয়া প্রজাতন্ত্রকে উচ্ছেদের মারফৎ তথা শোষণযন্ত্রের পাহাড়াদার এই জনস্বার্থ বিরোধী সংবিধানকে নাকচ করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে প্রকৃত মুক্তি এবং স্বাধীনতার পথ। তাই জনতার কাছে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের আবেদন এই যে এই দিবসে সঙ্কল্প নিন্—ব্যাপক এবং ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনের আঘাতে ভূয়া প্রজা-তন্ত্রকে নাকচ করে মেহনতী মানুষের স্বার্থ প্রতিষ্ঠার মত যোগ্য সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এগিয়ে আসুন। সত্যি কারের শ্রমিকশ্রেণীর দলের নেতৃত্বে বিপ্লবী আন্দোলনকে সফলতার পথে এগিয়ে নিতেই হবে। এই পথেই ধনিক রাষ্ট্র ও সরকারকে উৎখাৎ করে শ্রমিক, কৃষক ও জনগণের বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম করা সম্ভব। এটাই ২৬শে জানুয়ারীর একমাত্র বিপ্লবী শপথ।

ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ

এস. ইউ. সি.-জিন্দাবাদ

অন্ধ্র রাজ্য নির্বাচনে সি, ইউ, সি'র প্রার্থীদের জয়যুক্ত করুন

	প্রার্থীদের নাম	নির্ব্বাচন কেন্দ্র
১।	কমরেড সি, ভি, কে, রাও	কাকিনাদা
২।	,, কোরাপতি পট্টভিরামাইয়া	পায়ারু
৩।	,, এন, সূর্য্য রাও	পাল্লে পালেম
৪।	,, টি, এস, এন, রেড্ডি	রামচন্দ্রপুরম
৫।	,, এন, গণপতি রাও	রাজোলু
৬।	,, বি, পিটার	কুচিনপুডি

শ্রমিক-কৃষক-জনগণের বৈপ্লবিক রাষ্ট্র গঠন করুন

সম্পাদক—প্রীতিশ চন্দ কর্তৃক ২৩ নং ডিক্‌সন্ লেন পরিবেষক প্রেসে মুদ্রিত ও ৪৮ নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।